

## পানাহারের আদব

১। খাওয়া শুরু করার আগে “বিসমিল্লাহ” বলুন। ভুলে গেলে এবং খেতে খেতে মনে পড়লে বলুন, “বিসমিল্লাহি আওয়ালাহ্ অআ-খিরাহ।”

২। ডান হাত দিয়ে খান ও পান করুন। কারণ, শয়তান বাম হাত দিয়ে খায় ও পান ক’রে থাকে।

৩। পান করার সময় নিশ্বাস পানপাত্রের বাইরে ছাড়ুন। তিন শ্বাসে পান করুন এবং বসে পান করুন।

৪। নিজের তরফ হতে নিজের ভাগ একধার হতে খান।

৫। খাওয়া শেষ হলে “আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বআমানী হাযা অরায়াক্বনীহি মিন গাইরি হাওলিম মিনী অলা ক্বুওয়াহ্” বলুন।

৬। ইফতারের শেষে এই দুআ বলুন, “যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুক্বু অসাবাতাল আজ্ৰু ইন শা-আল্লাহ।”

৭। আপনি মেহমান হয়ে ইফতার করছেন। অতএব মেজবানের জন্য এই বলে দুআ করুন, আফত্বারা ইনদাকুমুস্ব স্বা-য়িমূন, অ আকাল্লা ত্বাআ-মাকুমুল আবরা-র, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

৮। আপনি মেহমান হয়ে ভাত খাচ্ছেন। অতএব খাওয়ার শেষে মেজবানের জন্য এই বলে দুআ করুন, “আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহম ফীমা রায়াক্বতাহুম অগফিরলাহুম অরহামহুম।”

৯। খাবার যেমনই হোক, তার কোনরূপ দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করবেন না। কারণ, মহানবী ﷺ কোন দিন কোন খাবারের বদনাম করতেন না। বরং ভালো লাগলে খেতেন, নচেৎ ত্যাগ করতেন।

১০। আল্লাহর নেয়ামতের কদর করুন। ভুলে যাবেন না, মহান আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা কিয়ামতের দিন অবশ্যই নিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হবে।”